বাবা-ছেলেসহ সারা দেশে বাবা- ছেলেসহ প্রাণ গেল ১৮ জন

গত দুই দিনে বিষাক্ত মদপানে অন্তত ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঢাকা ও ঢাকার বাইরের এসব ঘটনা ভাবিয়ে তুলেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভিন্ন সংস্থাকে। কয়েকটি ঘটনায় তারা ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

বগুড়ায় বিষাক্ত মদপানে একই পরিবারের বাবা-ছেলেসহ মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ১২ জনে দাঁড়িয়েছে। একদিনের ব্যবধানে অসুস্থ থাকা আরো ৭ জন মারা গেছেন।

বগুড়া পুলিশ বিভাগ বলছে, ১০টি লাশ উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। ময়নাতদন্তে জানা যাবে তাদের মৃত্যুর কারণ। অপর দু’জন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।

এদিকে, মদপানে অসুস্থ রঞ্জুর ভাই মনোয়ার হোসেন বাদী হয়ে গত সোমবার রাতে বগুড়া সদর থানায় মামলা করেছেন। এই মামলায় বগুড়া শহরের পারুল হোমিও হল, খান হোমিও হল ও পুনম হোমিওসহ কয়েকজন হোমিও ব্যবসায়ীকে দায়ী করেছেন।

বগুড়ার পুলিশ সুপার আলী আশরাফ ভুঞা জানান, বগুড়ায় বিষাক্ত মদপানে এখন পর্যন্ত চারজন মারা গেছে। অন্য যাদের নাম এসেছে তাদের বিষয়ে তদন্ত চলছে। তদন্ত করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বিষাক্ত মদপানে সর্বশেষ মারা যাওয়া তিনজন হলেন, বগুড়া শহরের তিনমাথা পুরান বগুড়া দক্ষিণপাড়ার পাদুকা শ্রমিক প্রেমনাথ রবিদাস (৭০), বগুড়া সদরের ফুলবাড়ী মধ্যপাড়ার রিকশাচালক আব্দুল জলিল (৬৫), ফাঁপোড় পশ্চিমপাড়ার রিকশাচালক জুলফিকার আলী (৫৫) এবং মঙ্গলবার বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার দুরুলিয়া গ্রামে বিষাক্ত মদপানে মারা যায় মেহেদি হাসান (২৫) ও উপজেলার কাটাবাড়িয়া গ্রামের আবদুল আহাদ (৩০)।

এর আগে গত সোমবার জেলা শহরের কয়েকটি এলাকায় মারা যায় পুরান বগুড়া দক্ষিণপাড়ার প্রেমনাথ রবিদাসের পুত্র সুমন রবিদাস (৩০) ও একই পরিবারের সদস্য রামনাথ রবিদাস (৬০), পুরান বগুড়া তিনমাথার

জিলাদারপাড়ার রাজমিস্ত্রি রমজান আলী (৬৫), ফুলবাড়ী দক্ষিণপাড়ার এলাকার দিনমজুর মো. পলাশ (৩৫), কাটনারপাড়া হটুমিয়া লেন শ্রমিক সাজু প্রাং (৫৫) ও মোজাহার আলী (৭৫) ও কাহালু পৌর এলাকার অটোরিকশার চালক আবুল কালাম (৫০)।

এদিকে পুলিশ বলছে, মোজাহার আলীসহ দুইজন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। এ কারণে ১০টি লাশের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে।

মারা যাওয়া সুমন রবিদাসের ভাই সাগর রবি দাস জানান, ময়নাতদন্ত শেষে তার পিতা প্রেমনাথ রবিদাস, ভাই সুমন রবিদাস ও কাকা রামনাথ রবিদাসের লাশ বুঝে পেয়েছেন। তার পরিবারে একদিনে তিনটি লাশ সৎকার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বগুড়া সদর থানা সূত্রে জানা যায়, গত ৩১ জানুয়ারি রাতে পুরান বগুড়া, ভবের বাজার, কালিতলা, ফুলবাড়ি ও কাটনারপাড়া এলাকায় আলাদা করে বিষাক্ত মদপান করে বেশ কয়েজন।

বিষাক্ত মদপানে অসুস্থ হয়ে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে শিববাটি এলাকার হোটেল শ্রমিক রঞ্জু মিয়া (৪০), ফুলবাড়ী এলাকার বিদ্যুতের মিস্ত্রি আইয়ুব আলী
(৩৯) ও একই এলাকার পায়েল (৩৮)।

বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ূন কবির জানান, রঞ্জু মিয়ার ভাই বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছেন। ওই মামলায় পারুল, পুনম, খান নামের তিনটিসহ কয়েকটি হোমিও হলের নামে অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযুক্ত হোমিও ব্যবসায়ীদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

বগুড়ার শাজাহানপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আম্বার হোসেন জানান, মঙ্গলবার শাজাহানপুর উপজেলার দুরুলিয়া গ্রামে বিষাক্ত মদপানে মারা গেছে খবর পেয়ে মেহেদি হাসান (২৫) ও উপজেলার কাটাবাড়িয়া গ্রামের আবদুল আহাদ (৩০) নামে দুইজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। লাশ দুটি বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্ত করা হয়। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পেলে পরবর্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এর মধ্যে মেহেদী পেশায় একজন থ্রী হুইলার সিএনজি অটোরিকশা টেকনিশিয়ান ও আহাদ পেশায় একজন ভুমি সার্ভেয়ার।

এছাড়াও একই দিন সকালে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একটি পাবলিক রিলেশন এজেন্সির দুই কর্মীর মৃত্যু হয়েছে।

তারা হলেন- শিহাব জহির ও মীর কায়সার।

হাসপাতাল সূত্র জানায়, ওই দুজনসহ আরও কয়েকজন গাজীপুরের একটি রিসোর্টে যান। সেখান থেকে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়েন তারা। অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হলে দুজন মারা যান। গতকাল সকালে মহাখালীর ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এই তিনজনের মধ্যে জহিরের মৃত্যুর ঘটনায় কাফরুল থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেলিমুজ্জামান।

গাজীপুরের ওই রিসোর্টে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিজ্ঞাপণী সংস্থা ফোরথপিআরের ৪৩ জন কর্মী নিজেরাই একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। প্রতি চার বছরে একবার এ ধরনের একটি আয়োজন করেন তারা। সেখানে তারা মদপানের পরিকল্পনা করেছিলেন। তবে ঢাকার কোনো বারে মদ না পেয়ে তারা গাজীপুরে গিয়ে স্থানীয় একজনকে দিয়ে মদ কিনে আনান। মদ খেয়ে ঢাকায় ফেরার পথে গাড়িতেই অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর সকালে দুজন মারা যান।

এ ছাড়া অসুস্থ অবস্থায় সাতজনকে রাজধানীর কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এসব বিষয়ে জানতে চাইলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের মহাপরিচালক (ডিজি) মোহাম্মদ আহসানুল জব্বার বলেন, ‘ঘটনাগুলো আমাদের নজরে এসেছে। আমরা তো মদ আমদানি করি না। আমরা শুধু লাইসেন্স দিই। তবে মারা যাওয়ার ঘটনায় খতিয়ে দেখা হচ্ছে যে মদগুলো কাদের কাছ থেকে কেনা হয়েছে।’ এদিকে মদপানে রাজধানীতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীসহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পুলিশ জানায়, গত শুক্রবার বন্ধুদের সঙ্গে ইউল্যাবের ওই ছাত্রী উত্তরার একটি রেস্তোরাঁয় যান। সেখানে অসুস্থতা বোধ করলে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বন্ধুর বাসায়। পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় শনিবার তাকে রাজধানীর আনোয়ার খান মডার্ন হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার মৃত্যু হয় তার।

মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল লতিফ জানান, মারা যাওয়া ওই ছাত্রীসহ পাঁচজন গত শুক্রবার উত্তরা ৩ নম্বর সেক্টরে ব্যাম্বুশুট নামে একটি রেস্তোরাঁয় যান।

সেখানে তারা মদ পান করেন। এরপর ওই ছাত্রীসহ তার আরেক বন্ধু আরাফাতও অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আনোয়ার খান

মডার্নে মেয়েটির মৃত্যু হয়।

এদিকে আরাফাতও অসুস্থ হয়ে গত শুক্রবারই সিটি হাসপাতালে মারা যান। তবে পুলিশ ওই খবর জানতে পারে গতকাল। মারা যাওয়া মেয়েটির বাবা থানায় মামলা করেছেন। মামলায় তিনি অভিযোগ করেছেন, তার মেয়েকে তাফসীরের বাসায় নিয়ে ‘ধর্ষণ করে’ তার ছেলেবন্ধু রায়হান।

কুষ্টিয়ায় গম চাষে আগ্রহ বাড়ছে কৃষকদের

বর্তমান মৌসুমে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় কুষ্টিয়ায় গম চাষে আগ্রহ বাড়ছে কৃষকদের মাঝে।

ভালো ফলন হলে ব্যাপক লাভের আশা করছেন এই এলাকার কৃষকেরা।

জানা যায়, আগে এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে গমের চাষ করা হতো। গমের ক্ষতিকারক রোগের কারণে গমের চাষ বাদ দেন এই অঞ্চলের চাষিরা। পরবর্তীতে আবার ধানের দাম না পাওয়ায় কৃষকেরা গম চাষের প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন। তবে এই মৌসুমে গম চাষে ব্যাপক ফলন হয়েছে। যার ফলে কৃষকদের মাঝে হাসি ফুটেছে।

আগের মৌসুমগুলোতে গম রোগে আক্রান্ত হলে দিশেহারা হয়ে পড়েন চাষিরা। ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় গম চাষ ছেড়ে দিয়ে অন্যান্য ফসল চাষের প্রতি ঝুঁকে পড়েন কৃষকরা। তবে এসব ফসলে খুব একটা লাভ কিংবা আশার আলো দেখাতে পারে চাষিরা। পরবর্তীতে আবার ধানের দাম কম পাওয়ায় চাষ শুরু করেন গমের। আর এতেই সাফল্যের দেখা পান তারা।

তবে এ বছর কৃষি অফিসের পরামর্শে আবারো গম চাষ করছেন কৃষকরা। অনুকূল আবহাওয়া থাকায় গমও ভালো হয়েছে। তবে এবছর জেলায় কোথাও ব্লাস্টের আক্রমণ দেখা দেয়নি। তবে কিছু স্থানে দেখা দিয়েছে মরিচা রোগ। কৃষি অফিসের তৎপরতায় তা মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছেন কৃষকরা। বর্তমানে রোগটি কৃষি বিভাগের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

ভেড়ামারা উপজেলার কৈগাড়ীপাড়া এলাকার কৃষকঃ মোঃ মতিউর রহমান এবার

এক বিঘা জমিতে গমের আবাদ করেছেন। তিনি বলেন, তীব্র শীতে অনেকসময় গমের ক্ষেত নষ্ট হয়। তবে এবার তেমন কোন ক্ষতি না হওয়ায় ভালো ফলন পাবো বলে আশা করছি।

ভেড়ামারা উপজেলা উপ-সহকারী কৃষি অফিসার আব্দুল মুন্নাফ বলেন, রাজস্ব খাতের অর্থায়নে গম প্রদর্শনী বারিগম: ৩৩ আবাদ করে বেশ সাড়া পাওয়া গেছে। আমরা কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে কৃষকদের নানান রকম উদ্বুদ্ধকরণসহ পরামর্শ প্রদান করে থাকি।

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার কৃষি অফিস জানায়, বিগত মৌসুমগুলোতে গমের চাষ হতো ব্যাপকহারে। তবে রোগের আক্রমণ হওয়াতে কৃষকরা অন্য ফসল চাষ শুরু করেন। চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে ১হাজার ৩শ ৪৫ হেক্টর জমিতে গম চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

মিরপুর উপজেলার মশান গ্রামের গম চাষি আব্দুল মান্নান জানান, আগের কয়েক মৌসুমগুলোতে গমের রোগ (ব্লাষ্ট) হওয়ার কারণে লোকসান হওয়ায় নিরাশ হয়ে পড়ি। পরবর্তীতে আবার কৃষি অফিসের পরামর্শ নিয়ে গম চাষ শুরু করি। সবকিছু ঠিক থাকলে এই মৌসুমে গমের চাষ ভালো হওয়ায় লাভের আশা করছি।

আরেক চাষি ফারুক আধী বলেন, গত ২ বছর আগে গমের চাষে লোকসানে পড়েছিলাম। তাই এর পরের বছর গমের চাষ বাদ দিয়েছিলাম। কৃষি অফিসের পরামর্শে আবার এই বছর গমের চাষ শুরু করি। এই বছর রোগের আক্রমণ না হওয়াতে ফসল বেশ ভাল হয়েছে। আশা করছি এই বছর গম চাষের লাভ বেশি পাব।

মিরপুরের কৃষি অফিসার রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, চলতি মৌসুমে এই অঞ্চলে ব্যাপকহারে গমের চাষ হয়েছে। কৃষি অফিসের পরামর্শে এই মৌসুমে কৃষকদের গম চাষের প্রতি আগ্রহী করে তোলা হয়। কৃষকরা গমের চাষ শুরু করলে ফলন ভালো হওয়াতে সাফল্য পেতে শুরু করেন।

কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শ্যামল কুমার বিশ্বাস বলেন, চলতি মৌসুমে গম চাষের লক্ষ্যমাত্রা অনেগুন বেড়েছে।

জেলার ৬টি উপজেলায় ১১ হাজার ৩৫০ হেক্টর জমিতে গমের আবাদ হয়েছে।

গম চাষের ব্যাপারে কৃষকদের বিভিন্ন উপায়ে সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি। আশা করা যায় এই বছর গমের চাষে কৃষকেরা বেশ লাভবান

জীবননগরে দুস্থ পরিবারের মাঝে টিউবওয়েল বিতরণ

জীবননগরে অসহায় দুস্থ পরিবারের মাঝে নিরাপদ পানি পানের জন্য টিউবওয়েল বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় দোস্ত এইডের সহযোগিতায় ও সেচ্ছাসেবী সংগঠন শিকড় সমাজকল্যাণ সংস্থার বাস্তবায়নে জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের শাখারিয়া গ্রামের অসহায় হতদরিদ্র ৫০ জন ব্যক্তির মাঝে নিরাপদ পানির জন্য টিউবওয়েল বিতরণ করা হয়।

শিকড় সমাজকল্যাণ সংস্থার চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিঠুন মাহমুদের সভাপতিত্বে এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি)সাইফুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপাধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা জেলা সমাজসেবা অফিসার রেজিষ্ঠার তোফাজ্জেল হোসন, শিকড় সমাজকল্যাণ সংস্থার সভাপতি ও সময় টিভির রিপোর্টার সাব্বির সামি মুহিতসহ শিকড় সমাজকল্যাণ সংস্থার তুহিনুজ্জামান, লাবনী, এ.আর ডাবলু, মফিজুল ইসলাম, ঐশ্বর্য সাহা, তনু, রিয়াজ, রমজান ও ওমর ফারক উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত অনুষ্ঠাটি সার্বিক পরিচালনা করেন শিকড় সমাজকল্যাণ সংস্থার জেলা কমিটির সহ-সভাপতি চাষী রমজান।

কালীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র জমা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে এ পর্যন্ত মেয়র পদে ৪ জন, ৯টি ওয়ার্ডের পুরুষ কাউন্সিলর পদে ৫২ জন ও সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে ১০ জন মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার কালীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাচন অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার আলমগীর হোসেন।

তিনি জানান, মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে মেয়র পদে ধানের শীষ প্রতীকের আলহাজ্ব মাহবুবার রহমান, নৌকা প্রতীকের আশরাফুল আলম আশরাফ, ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনারের ভাই স্বতন্ত্র এনামুল হক ইমান ও ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের হাতপাখা প্রতীকের নুরুল ইসলাম মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

এছাড়াও পুরুষ কাউন্সিলর পদে ৯টি ওয়ার্ডে ৫২ জন ও সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে তিনটি ওয়ার্ডে মোট ১০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি কালীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

তফসিল অনুয়ায়ী আগামী ৪ ফেব্রয়ারি মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই, ১১ই ফেব্রয়ারি প্রত্যাহার ও ২৮ ফেব্রয়ারি ভোট গ্রহণ অনুষ্টিত হবে। এ পৌরসভার মোট ভোটার সংখ্যা ৩৮ হাজার ৪ শত ৮৪ জন।

৯টি ওয়ার্ডে পুরুষ কাউন্সিলর পদে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন: ১নং ওয়ার্ডঃ ৬ জন প্রার্থী মনোনয়পত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন- মোঃ মতিয়ার রহমান পিন্টু, মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, মোঃ রাশেদুল হক, মোঃ মোশারেফ হোসেন, মোঃ জহুরুল ইসলাম খোকন ও ফরিদ আহম্মেদ।

২নং ওয়ার্ডে ১০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন-মোঃ ফাইজুর রহমান, দীনবন্ধু বিশ্বাস, মোঃ সাহিদুল ইসলাম, মোঃ হাফিজুর রহমান রুবেল, মিজানুর রহমান, মোঃ রুবেল মিয়া, মোঃ মুনজুর আলী, মোঃ ইমরান হোসেন, আরিফ হোসেন ও মোঃ দেলোয়ার হোসেন।

৩নং ওয়ার্ডে ৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন-মোঃ আশরাফুল ইসলাম, মোঃ ফয়েজ উদ্দিন, মোঃ মনিরুজ্জামান স্বপন, মোঃ জিল্লুর রহমান, মোঃ খায়রুল ইসলাম ও মোঃ আশরাফুজ্জামান।

৪নং ওয়ার্ডে ৭ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন-মোঃ বদিউজ্জামান, মোঃ জামাল উদ্দিন, মোঃ আব্দুর রহিম, মোঃ মশিয়ার রহমান, মোঃ শাহীনুর হোসেন, মোঃ আরিফুজ্জামান ও মোঃ মাছুদ আলী মালিতা।

৫নং ওয়ার্ডে ২ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন-আলমগীর হোসেন ও মোঃ মনিরুজ্জামান।

৬নং ওয়ার্ডে ৭ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন-মোঃ নাসির উদ্দিন লিটন, মোঃ আনোয়ার হোসেন, মোঃ হীরকুজ্জামান, মোঃ আতিকুর রহমান, মোঃ মিজানুর রহমান, মোঃ সাহেদ আলী ও মোঃ ছমির আলী।

৭নং ওয়ার্ডে ৪ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন- মোঃ মুক্তার হোসেন, মোঃ শামিমুর রহমান, মোঃ শফিকুজ্জামান ও মোঃ আরাফাত হোসেন।

৮নং ওয়ার্ডে ৮জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন-মোহাম্মদ শাহ আলম, শাহিনুর ইসলাম, মোঃ আরিফুল ইসলাম, মোঃ দুলাল হোসেন, মোঃ আসাদুল ইসলাম, মেহেদী হাসান, মোঃ রবিউল ইসলাম ও সাদিক হোসেন সবুজ।

৯নং ওয়ার্ডে ২ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন-মোঃ মার্জেদ আলী বিশ্বাস ও মোঃ ফিরোজ আহমেদ।

এছাড়াও নারী সংরক্ষিত আসনের ৩টি ওয়ার্ডে ৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

১ নং ওয়ার্ডে (১, ২ ও ৩) ৪ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন- আঞ্জুয়ারা বেগম, মোছাঃ মমতাজ বেগম, রীতা বিশ্বাস ও ছবি রানী বিশ্বাস।

২নং ওয়ার্ডে (৪, ৫, ও ৬) মাত্র ১জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তিনি হলেন- শামছুন্নাহার বীনা। যাচাই-বাছাইয়ে বাদ না পড়লে বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় তিনি নির্বাচিত হবেন।

৩নং ওয়ার্ডে (৭, ৮ ও ৯) ৪ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন- সুনিতা রানী পাল, সোহানা আক্তার, সৌদিয়া পারভিন পান্না, আঞ্জু বেগম ও হেনা খাতুন।

প্রতারণার ফাঁদ খুলে বসেছে বামন্দীর সাজ জুয়েলার্স

প্রতারণার ফাঁদ খুলে বসেছে মেহেরপুর গাংনী উপজেলার বামন্দীর সাজ জুয়েলার্স এর সত্ত্বাধিকারী মনিরুল ইসলাম মনি(৫০)।

বামন্দী এলাকার মিষ্টি ব্যবসায়ী আলী হোসেন জানান, আমার স্ত্রীর জন্য সাজ জুয়েলার্স থেকে ৯ হাজার টাকা দিয়ে আংটি বানিয়ে এক মাস যেতে না যেতেই ভেঙ্গে পড়ে যায়। পরবর্তীতে তার কাছে নিয়ে গেলে তিনি বলেন, কে এই আংটি বানিয়ে দিয়েছে যেখানে সোনার চাইতে খার বেশি।

চর গোয়াল গ্রামের এরশাদ আলী জানান, আমি একটি আংটি সাড়ে ৭ হাজার টাকা দিয়ে কিনে আমার এক নিকটাত্মীয়ের বিয়ের দাওয়াত খেয়ে আসি কিন্তু কিছুদিন পরেই আমার সেই আত্মীয়রা জানান আংটি একাই খুলে পড়ে গেছে। পরবর্তীতে সাজ জুয়েলার্সে নিয়ে আসলে মনিরুল ইসলাম জানান, এটি ঠিক করতে আরো ৫ হাজার টাকা খরচ হবে।

চর গোয়াল গ্রামের সাঈদ আহমেদ জানান, আমার বেটার বৌ এর জন্য আমি ৪৫ হাজার টাকার গহনা বানিয়েছি সাজ জুয়েলার্স থেকে, এখন গহনাগুলোর রং কালো হয়ে গেছে। নাম প্রকাশ করা যাবে না এমন শর্তে একজন জানান, মনিরুল ইসলাম দীর্ঘদিন দুই নম্বরি স্বর্ণের ব্যবসা করে আসছে। এক সময় দেখেছি শুধু হাত পা নিয়ে এসে একটি ছোট্ট স্বর্ণের দোকান খুলে বসে বর্তমানে সে দুই নম্বরি ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ সম্পদের মালিক হয়েছে।

সাজ জুয়েলার্স এর সত্ত্বাধিকারী মনিরুল ইসলাম(মনি) জানান, আমি যদি কাউকে নিম্নমানের স্বর্ণের গহনা দিয়ে থাকি তাহলে মেমো দেখিয়ে তার গহনা ভালো করে বুঝে নেবে। নিউজ করে আপনাদের লাভ কি,

তাদের যদি মাথাব্যথা না হয় তাহলে আপনাদের মাথা ব্যথা কেন।

বামন্দী বাজার কমিটির সভাপতি (সাবেক চেয়ারম্যান) আব্দুল আওয়াল জানান, কেউ যদি আমাদের কাছে মৌখিক বা লিখিত অভিযোগ করে তাহলে দুপক্ষকে নিয়ে বসে একটি সমঝোতা করে দেয়া হবে।

গাংনী থানার ওসি মোঃ বজলুর রহমান জানান, এখন পর্যন্ত কেউ লিখিত অভিযোগ করেনি যদি অভিযোগ করে তাহলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় বিএনপি ও জাসদের অফিস ভাঙচুর, বিক্ষোভ সমাবেশ

পৌরসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মোবাইল ও ধানের শীষ প্রার্থীর অফিস ভাঙচুর করায় উত্তাল আলমডাঙ্গা। গত সোমবার রাতে দুর্বৃত্তরা অতর্কিত হামলা চালিয়ে মোবাইল মার্কা প্রার্থী এম সবেদ আলির অফিস ও বিএনপির ধানের শীষ অফিস ভাঙচুর করে। অফিস ভাঙচুরের ঘটনায় গত সোমবার রাতেই প্রতিবাদ মিছিল করেছে প্রার্থীর সমর্থকেরা।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৫ টার দিকে বিক্ষোভ সমাবেশ করে মোবাইল মার্কার প্রার্থীর পক্ষে নেতাকর্মীরা। সকাল থেকে দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

জানা গেছে, আসন্ন আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচন আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নির্বাচনকে ঘিরে জোর প্রচার-প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছে প্রার্থীরা। এবারের আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে তিনজন দলের তিন হাইব্রিড নেতার অংশ গ্রহণেই চলছে নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা।

এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী নৌকা প্রতীক নিয়ে হাসান কাদির গনু নির্বাচন মাঠে লড়ছেন। জাসদের মনোনীত প্রার্থী এম সবেদ আলি মোবাইল ও বিএনপি প্রার্থী আলহাজ্ব মীর মহি উদ্দিন ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন মাঠে উত্তাপ ছড়াচ্ছে। কে হবে এবারের পৌর নির্বাচনের আলমডাঙ্গা পৌর পিতা। এ দিয়ে গুঞ্জন

চলছে দীর্ঘদিন।

জল্পনা-কল্পনার মধ্য দিয়ে আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে জিততে মরিয়া হয়ে উঠেছে সকল প্রার্থী। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে প্রচারণায় গড়ে তোলা হয়েছে অস্থায়ী নির্বাচন অফিস। নির্বাচন অফিসে নেতাকর্মীদের উদ্যোগে দল বেধে সাধারণ জনগণের নিকট ছুটছে ভোট প্রার্থীরা।

গতকাল সোমবার রাত ৮ টার দিকে পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ড বন্ডবিলে বিএনপির ধানের শীষ অফিস ও ৪ নং ওয়ার্ড আনন্দধামে জাসদের মোবাইলের অফিসে দুর্বৃত্তরা ভাঙচুর করে। এ ঘটনায় সোমবার রাত জুড়ে শহর জুড়ে উত্তাপ সৃষ্টি হয়।

অফিস ভাঙচুরের ঘটনায় রাতেই রাস্তায় নামে মোবাইল প্রার্থীর সমর্থকেরা। প্রতিবাদী কন্ঠে উত্তাপ সৃষ্টি হয় পৌরসভা জুড়ে। অতিরিক্ত পুলিশের উপস্থিতে নিমিশেই নিস্তব্ধতা নেমে আসে।

রাতেই মোবাইল মার্কা প্রার্থী এম সবেদ আলি আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ করে। প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দেয় নেতাকর্মীরা। গতকাল বিকেল ৫ টার দিকে মোবাইল প্রার্থীর পক্ষ থেকে বিক্ষোভ সমাবেশ করে।

আসন্ন আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শহরে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। নির্বাচনে সুষ্টু পরিবেশ রাখতে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

নির্বাচনে অপ্রিতিকর পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে গতকার মঙ্গলবার সকাল থেকে পৌরসভা জুড়ে মহড়া চলে।

আলমডাঙ্গায় কুলখানি অনুষ্ঠানে অবদান রাখায় পুরস্কার বিতরণ

মরহুম মহিউদ্দিন চেয়ারম্যান ও মরহুম রহিমা বেগমের কুলখানি অনুষ্ঠানে কর্মদক্ষতায় অবদান রাখায় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৪ টার দিকে পোলতাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সামসুল আলমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর সাব্বির আহমেদ, মরহুম মহিউদ্দিনের মেয়ে ফাহমিদা খাতুন, আশরাফুল হক হান্নান, বাড়াদি ইউনিয়ন চেয়ারম্যান প্রার্থী উজ্জল হোসেন, ফারুক হোসেন, হাজী আ. হামিদ, নাসির উদ্দিন, সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান, মাহতাব উদ্দিন, আইজাল হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে কুলখানি অনুষ্ঠানে কর্মদক্ষতায় অবদান রাখায় পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

জীবননগর হাসাদাহে জাতীয় দৈনিক সন্ধ্যাবাণী পত্রিকার ১১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

ঢাকা থেকে প্রকাশিত জাতীয় দৈনিক সন্ধ্যাবানী প্রত্রিকার ১১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার হাসাদাহ প্রেস ক্লাবে সন্ধ্যায় কেক কাটা হয়।

এ কেক কাটা অনুষ্ঠানে হাসাদাহ প্রেস ক্লাবের সভাপতি ডিএম মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন হাসাদাহ প্রেস ক্লাবের সাহিত্য পরিষদের প্রধান উপদেষ্ঠা শুকুর আলী মন্ডল।

বিশেষ অতিথি ছিলেন হাসাদাহ ইউনিয়নের যুবলীগের সভাপতি জুম্মত আলী মন্ডল, যুবলীগের নেতা মেহেদি হাসান রনি, আরিফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান রিপন, সহ-সভাপতি শামসুল আলম, সহ-সাধারণ সম্পাদক মুন্সী কবির হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক বদরুজ্জামান শ্যামল, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক আল আমিন, নির্বাহী সদস্য কবির আহম্মদ, শাহাবদ্দীন খান, জিয়ারুল ইসলাম জিয়া প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সন্ধ্যাবানী চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি লিমন হুসাইন।

ঝিনাইদহে বেদে সম্প্রদায়ের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

ঝিনাইদহে বেদে সম্প্রদায়ের শীতার্তদের মাঝে পুলিশের পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। পুলিশের ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি হাবিবুর রহমানের সহযোগিতায় উত্তরণ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে কালীগঞ্জ উপজেলার বেদে পল্লীতে অসহায় ৫ শতাধিক মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র তুলে দেন পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনোয়ার সাঈদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবুল বাঁশার, কালীগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি জামির হোসেন, কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মুহাঃ মাহফুজুর রহমান মিয়া, ওসি তদন্ত মতলেবুর রহমান প্রমুখ।

ঝিনাইদহে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস পালন

‘টেকসই উন্নয়ন সমৃদ্ধ দেশ, নিরাপদ খাদ্যের বাংলাদেশ’ এ স্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস পালিত হয়েছে।

ফুড সেফটি মুভমেন্ট নামের একটি সংগঠনের আয়োজনে গতকাল মঙ্গলবার সকালে শহরের উজির আলী স্কুল এন্ড কলেজ মাঠ থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে মুজিব চত্বরে গিয়ে শেষ

হয়। পরে সেখানে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় বক্তব্য রাখেন, খাদ্য অফিসার মোঃ রাসেল, ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম রায়হান, ঝিনাইদহ ওয়াজির আলী স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান, জোহান এগ্রো ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোয়াজ্জেম হোসেন, বিসিক মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নাজীম উদ্দিন জুলিয়াস, রাহেলা জুট ক্রাফ্ট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শামীম আরা দীপা, ফুড সেফটি মুভমেন্ট এর সভাপতি নাসিম উদ্দিন, সিনিয়র সহ-সভাপতি রফিক আহমাদসহ অন্যান্যরা।

এ সময় বক্তারা বলেন, প্রতিটি জনগণের পাঁচটি মৌলিক অধিকারের একটি খাদ্যের অধিকার। কিন্তু এখনও নিরাপদ খাদ্য আমরা নিশ্চিত করতে পারিনি। তাই ভোক্তা পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য পৌঁছে দিতে উৎপাদনকারী, সরবরাহকারীসহ সকলকে কাজ করতে হবে।